# ওপার বাংলার মনোজ্ঞ পরিবেশনা

মখদুম আজম মাশরাফী

গেল ২৬ আগষ্ট শনিবার রাতের পার্থের মারডক বিশ্ববিদ্যলিয়ের নেক্সাস থিয়েটার। পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের সংগঠন 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন অব ওয়েষ্টার্ন অষ্ট্রেলিয়া' আয়োজিত বহুসাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানটি জমে উঠেছিল ঘটা করে। স্বদেশীয় এক বন্ধু পরিবারের আমন্ত্রনে সপরিবারে সেখানে হাজির হয়েছিলাম বুঝিবা মাতৃভাষার টানে। পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শুরুতেই দাগ কেটেছিল মনে। নির্দ্ধারিত ঠিক ৬.৩০ মিনিটে দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শুরু হয়েছিল কার্য্যক্রম। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রধান অতিথি রাজ্য মূখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এম,এল,এ বেন ওয়াট অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

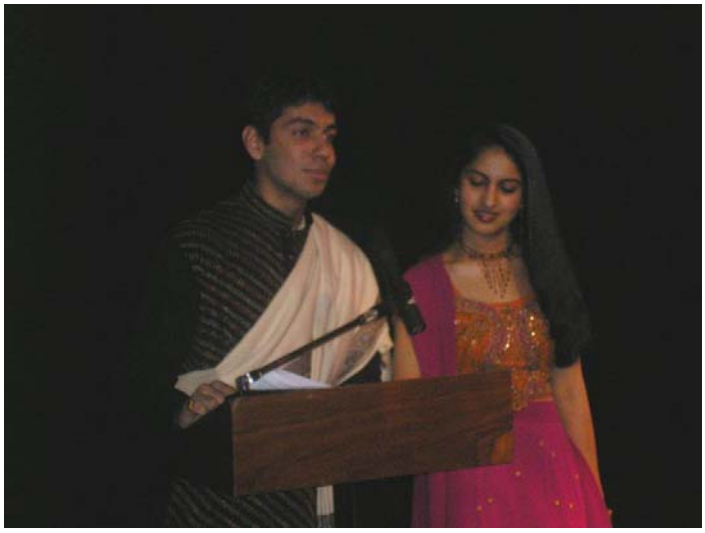

সেই সঙ্গে তিনি সীমা মজুমদারের সহায়তায় উন্মোচন করেন বাংলা নামের ইংরেজি পত্রিকা 'ঐক্যতান ২০০৬' । এ পত্রিকাটিতে বাংলাচর্চার দৈন্য হজম করা বেশ কষ্টকর হয়েছিল। বিশেষ করে উন্নত বাংলা সফটওয়ারের এ যুগে।

যাহোক শম্পা ভট্টাচার্য্য ও পূর্বাশা ভট্টাচার্য্য পরিবেশন করেন উদ্বোধনী সঙ্গীত। 'বৃষ্টি ঝরে...' গানের সুরে মহুয়া চৌধুরীর একক নৃত্য পরিবেশনা ছিল সুন্দর। ড়াংলা লোকগীতির তালে সোনালী শ্যামলের একক নাচটিও ছিল দৃষ্টিনন্দন। যন্ত্রসঙ্গীতে আকশাত ভিজ, উমাঙ মিত্তাল ও অনীল চাওড়া দর্শক আকর্ষন সৃষ্টি করতে পারেনি। 'পুষ্পাঞ্জলী' সমবেত নৃত্যটির রুপসজ্জা সুন্দর হলেও সমন্বিত ছিল না। অনুশীলনের স্বল্পতাও সহজেই স্পষ্ট হয়েছিল।

লালন ও রবীন্দ্রনাথের সুর ও কথা উপস্থাপনা খুব ক্ষীনভাবে হলেও বাঙালির সাংস্কৃতিক সূত্রের স্বীকৃতিটিকে ধরে রেখেছিল এ অনুষ্ঠানে। ডাঃ অমিত ব্যনার্জীর কণ্ঠে আরও ছিল বাংলা

লোকগীতি। তার সাথে তবলায় ছিলেন সুপ্রতীক মূখার্জী। গীটার হাতে পূজা নারায়ানন, অদীত্য সেন আর শশাঙ্ক চিরিপালের হিন্দি ও ইরেজি গানে ছিল বড্ড প্রানের অভাব। বিটেলের গানে প্রয়োজন ছিল আরও কিছু গতির। সোনালী শ্যামলের হিন্দি নাচটির সাথে রঙিন আলোক সম্পাতটি পেছনের পর্দায় না পড়ে শিল্পীকে ঘিরে হলে যথাযথ হত।

শেকসপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'এর রুপান্তর সুপর্না ব্যনার্জী পরিচালিত 'মার্চেন্ট এন্ড দ্য বন্ড' শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ইংরেজি ভাষায় সফল অভিনয় শৈলীর সুন্দর মঞ্চায়ন। এতে যারা অভিনয় করে তারা হল, ঋতুপর্ণা ঘোষ, মালিকা ব্যনার্জী, অধিশ কাস্থা, সৌরদীপ চ্যাটার্জী, আরনেশ রায়, অদীত্য ব্যনার্জী, বিজিত মুনসী, অদীত্য সুদ, রাধিকা রায়, অদ্রীজা বসু, ঈশানী কাস্থা, সৌনক চ্যাটার্জী ও শিল্পা দত্ত।

নিশিভোজের বিরতিতে কিনতে পাওয়া গেছে, মোরগ-বিরিয়ানী ও মিষ্টির প্যাকেট আর পিজ্জা টুকরো। রাইতার বালতিটি ছিল বিনামূল্যে।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ মদনমোহন দাসের রম্য নাটক 'ভয়ংকরী ললনা'। পরিচালক ও অভিনেতা বিশ্বজিত মুনশীর এটি ছিল সুনিপুন, দক্ষ ও মঞ্চসফল উপহার। প্রবাসের মঞ্চে এ নাটক দেখেছি তা বিশ্বাসই হতে চায় না। শুধু পরিচালক নয় প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রী, কলা কুশলী রীতিমত এতে মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। রুপসজ্জা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। এতে অভিনয় করেছেন সুপ্রতীক মূখার্জী, বিশ্বজিত মূনশী, অনুরাধা মূখার্জী, শীবানী ঘোষ, অনিবার্ণ ব্যনার্জী, অরুন দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মূখার্জী, সঞ্জয় ঘোষ ও বিজিত মূখার্জী। রপসজ্জায় শুক্লা দত্ত ও অচীন্ত বসু। মঞ্চ পরিচালনায় ছিলেন মধুমিতা মুনশী। সবশেষে ছিল র‍্যাফেল ড্র। বিশেষ করে উপভোগ্য বাংলা নাটকটির জন্যে অনুষ্ঠানের আনন্দটি অনেকদিন মনে থাকবে।

ডা: মাখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া